Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-I, July 2016, Page No. 30-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমাজবীক্ষণে নারী : আশাপূর্ণা -দবীর অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

কৌশিকোত্তম প্রামানিক

ছাত্র গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

Abstract

As far as our knowledge is concerned, Ashapurna Devi was a prominent Novelist as well as short story writer in Bengali literature. She emerged at fourth decade of twentieth century by writing her first Novel "prem o proyojon" in 1944. Women liberation always is a prior subject of her consideration and conscience. Therefore we always find her some Novel; wherein she portrays some protagonist female repudiate characters against patriarchal society. But In her essays although she wants to pronounce women social empowerment defined within some limitation. She never wants to obliterate patriarchal society. Actually she wants to establish social equilibrium Man and Women.

Key words: women empowerment, women employment, social justice, social equilibrium, Ideological oscillation.

বাংলা সাহি-ত্যর অন্যতম নারী ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা -দবী-ক আমরা চিনি মূলত একজন ঔপন্যাসিক ও গল্পকা-রর পরিচ-য়। -স কার-ণই পাঠক সমা-জর কা-ছ তিনি বিখ্যাত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' ট্রিলজী গ্র-ন্থর জন্য। এছাড়াও -ছাট বড় মিলি-য় অজস্র গল্প উপন্যাস তিনি পাঠক-ক উপহার দি-য়-ছন। বস্তুত এখানে বলে রাখা ভালো আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত কিন্তু কবিতা লিখে। 'বাইরের ডাক' নামের কবিতা লি-খ তিনি সাহিত্য জগ-ত প্র-বশ ক-রছি-লন। ভা-লা একজন কবি হয়-তা তিনি হ-ত পা-রননি, কিন্তু একজন সমাজদৃষ্টা ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হ-ত -প-রছি-লন যথার্থই। নারীর অধিকা-রর দাবী, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্যবোধ, সুতীব্র সমাজচেতনার এক অতুগ্র জীবনবোধের জারক রসে জারিত তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি। তবে সাহিত্যের এই সুনির্দিষ্ট প্রকরণের সীমাতেই তিনি গন্ডীবদ্ধ ছিলেন না। যার ফলে তাঁর এমন কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে সমাজসত্যের রয়েছে প্রবল আবেদন। সেই অভিপ্সিত লক্ষ্যেই তাঁর প্রবন্ধগুলি রচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হলো 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও মহিলাদের স্বাবলম্বন', 'সৌন্দর্যবোধ ও সভ্যতা',' শুধু আইন প্রণয়-নই সমস্যার সমাধান হয় না', 'এ যু-গর উ-দ্বগ' ও 'দিক্‌ভ্রষ্ট'। প্রবন্ধগুলি ১৩৬৮ -থকে ১৩৯২ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত।তাঁর 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও মহিলা-দর স্বাবলম্বন' প্রব-ন্ধ তিনি প্রথ-মই উচ্চারণ করেছেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে। মানুষ মাত্রেই বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় শিক্ষার। শিক্ষাই জাতির অগ্রগতির -সাপান। কিন্তু দুঃ-খর বিষয় এই নারীশিক্ষা বিষ-য়ই এক শতাব্দী পূ-র্ব সমাজমান-স ছিল জড়তা। এক দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা যেত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষদের চিত্তে। এই নারীশিক্ষার কথাই উচ্চারণ করেছেন বাংলা সাহি-ত্যর আর এক অন্যতম নারী ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী -দবী -

> 'যুগ - যুগান্তর ধরিয়া স্ত্রী -লাক -দর প্রতি এ সম-ন্ধ নী-চর ন্যায় ব্যাবহার করা হই-ত-ছ, তাহাদিগ-ক সামন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে - সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহয়ারা -য পুরুষ অ-পক্ষা হীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিছু কাল ধরিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানলাভে সমান অধিকার দাও, বিদ্যাবুদ্ধির সমান চর্চা করি-ত দাও তখনও যদি তাহা-দর বিদ্যাবুদ্ধির অভাব -দখা যায় - তখন বুঝা যাই-ব - তাহারা প্রকৃতপ-ক্ষ পুরুষা-পক্ষা বুদ্ধি হিসা-ব জাতিগত নিকৃষ্ট।' (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃষ্ঠা- ১৬ বাঙালি -ম-য়র ভাবনা মূলক গদ্য - উনিশ শতক)

এই নারী শিক্ষার প্র-য়াজনীয়তা-ক অস্বীকার কর-ত পা-রনি আশাপূর্ণা -দবীও। -য কথা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের কণ্ঠেও -সাচ্চারভা-ব ধ্বনিত হ-য়-ছ। শিক্ষা ব্যতীত নারী মানসিক উৎকর্ষতা কখ-নাই সম্ভব নয়-

> 'To discover general principles, belongs to the speculative faculty: to discern and discriminate the particular cases in which they are or are not applicable constitutes practical talent: and for this, women as they now are have a peculiar aptitude. I admit that there can be no good practice without principles, and that the predominant place which quickness of observation holds among a woman`s faculties, makes her particularly apt to build over –hasty generalizations upon her won observation; though at the same time no less ready in rectifying those generalization, as her observation takes a wider range .But the corrective to this defect, is access to the experience of the human race ; general knowledge –exactly the thing which education can best supply. ` (Page 195, on Liberty and the Subjection of Women)

শুধু নারীশিক্ষাতেই লেখিকার বক্তব্য সীমাবদ্ধ নয়, তিনি লিখেছেন যে শিক্ষার সাথে সাথে দরকার নারীর নিজস্ব স্বাবলম্ব-নর। মহাবি-শ্ব -যখা-ন পুরু-ষরা সৃষ্টিক-র্ম লিপ্ত, নারী-দর -সই সৃষ্টি ক-র্ম ভাগীদারীর জন্য নারীর স্বাবলম্ব-নর প্র-য়াজন যথার্থই। স্বাবলম্ব-নর মধ্য দি-য়ই নারী তার নি-জর মূল্য-বাধ সম্প-র্ক স-চতন হয়, ত-ব অবশ্যই পুরুষের মানদণ্ডের বিচারে নয়, তার নিজস্ব মানদন্ডের বিচারে। তিনি লিখেছেন-

> 'সামর্থ্য থাক-ত -ম-য়রা -কন পরনির্ভরশীলতার গ্লানি বহন কর-ব? যুগ যুগ ধ-র এ গ্লানি তারা বহন ক-র এ-স-ছ অব-রাধ অবমাননার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আর নয়। স্বাবলম্বনের প্রশ্ন কেবল মাত্র সাংসারিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ।' (পৃষ্ঠা- ৭৯৪, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র - ৪)

নারীদের এই স্বাবলম্বন একদিকে সাংসারিক পুর্তির জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে আত্মচিত্তপুর্তির জ-ন্যও প্র-য়াজন। কা-রা মুখ-পক্ষী হ-য়, বি-শষ ক-র পুরু-ষর মহিমায় -গৌরবান্বিত হ-য় মহিমাময় হ-য় ওঠায় -কান কৃতিত্ব -নই নারীর - 'স্বামীর উচ্চ পদ আর বাড়ি গাড়ির মহিমায় মহিমান্বিত হ-য় থাকার দিন আর -নই, নিজস্ব কিছু পরিচয় থাকা অবশ্যক।' নিজস্ব পরিচ-য় শিক্ষিত হ-য় -সই শিক্ষা-ক -দশ ও দ-শর উন্নতি-ত নারী-দর নিজেকে আত্মনিয়োগ করার কথা তিনি বলেছেন। শুধু শিক্ষা নিয়ে ঘরে বসে থাকলেই হবে না সেই সঙ্গে শিক্ষাকে মানব সভ্যতার উন্নতিতে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় সমাজব্যবস্থা থেমে থাকলেই হবে না সেই সঙ্গে প্রয়োজন নারীর কর্মসংস্থা-নরও। নারীর কর্মসংস্থা-নর ব্যবস্থা অবশ্যই রা-ষ্ট্রর কর্তব্য। -য সকল কর্ম নারীর শারীরিক ক্ষমতার উপ-যাগী -সই ধর-নর কর্ম-কই নারী জাতির জন্য সংরক্ষিত করা সরকা-রর একান্ত কর্তব্য। ত-ব পুরুষতান্ত্রিক সম-জর বি-দ্বষী হ-য় নয়, তা-দর দয়া দাক্ষি-ণ্য-

'-ম-য়-দর কাজ চাই। পুরুষ-দর -বকার সমস্যা বাড়ি-য় নয়, পুরুষ-দর বিরাগভাজন হ-য় অথবা পুরু-ষর 'বি-শষ' প্রীতিভাজন হ-য়ও নয়। কাজ চাই মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক সাধনের অনুকূল নিজস্ব ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্র অবশ্য আবিষ্কার করতে হবে।' (পৃষ্ঠা- ৭৯৭)

লিঙ্গ-বিভেদ সম্পন্ন সমাজে একজন নারীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় তার পেশীশক্তির ক্ষমতার বিচারে। -য-হতু নারীর দৈহিক কর্মক্ষমতা একজন পুরু-ষর -থ-ক কম -স-হতু পুরু-ষর তুলনায় নারী কম পারিশ্রমি-কর অধিকারিণী। নারী-পুরুষে বিভক্ত এই দুর্মর সমাজব্যবস্থায় নারীর বৈষম্যের প্রতি লেখিকার ছিল প্রবল অসন্তোষ। অথচ কিন্তু ভারতীয় সংবিধা-নর নি-র্দশমূলক নীতি-ত নারী - পুরুষ, -ভদ - বি-ভদ নির্বি-শ-ষ সমান পারিশ্রমি-কর কথা বলা হয়েছে। এসত্ত্বেও নারীরা বঞ্চিত, সেকার-ণই -লখিকার উষ্মা-

'মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান মজুরি পাবে একথা সংবিধানে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। মেয়েদের খাটবার সামর্থ্য কম এই অজুহা-ত ক-ল কারখানায় খনি-ত চা বাগা-ন একই কাজ ক-রও শ্রমিক -ম-য়রা পুরুষ শ্রমি-কর -চ-য় কম মজুরি পান।'(পৃষ্ঠা- ৭৯৮)

শ্র-মর পাশাপাশি নারী অসৎপ-থ যা-ত না যায় এবং তা-ক -যন -প্ররিত করা না হয় -স বিষ-য়ও -লখিকার ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দেশের মাঙ্গলিক চিন্তায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতিতে পুরুষের শ্রমের পাশাপাশি নারীর শ্রমের অবদান যে অনস্বীকার্য এই বক্তব্য উচ্চারণেই লেখিকা এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন-

'শ্রমই -দশের সম্পদ, একথা আমরা আজও বুঝতে শিখিনি। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে দেশগুলি তা বু-ঝ-ছ। বু-ঝ-ছ এই শ্রম সম্পদ-ক যদি -দ-শর কা-জ লাগা-না না হয়, যদি মাটির নী-চ ঘড়া পুঁ-ত রাখার মত, ঘ-রর -কা-ণ পুঁ-ত -র-খ অপচায়িত করা হয়, তাহ-ল -দ-শর শ্রী -নই, সমৃদ্ধি -নই, -শাভা -নই। আমা-দর দেশের অগণিত মানুসের অজস্র শ্রমশক্তি অবহেলায় ও ঔদাসীন্যে অপচয়িত হচ্ছে, সেই শক্তি কাজে লাগাতে পারলেই তবে স্বাধীন রাষ্ট্রের বড়াই।(পৃষ্ঠা- ৭৯৮)

তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ ও সভ্যতা' প্রবন্ধে, নারীরা তাদের সংকীর্ণ সীমানা পরিত্যাগ করে বৃহত্তর সমাজ সংসারে পদার্পণ করুক এটাই তিনি -চ-য়-ছন। -সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন তিনি নারীদের। নারীরাই পৃথিবীকে করে তোলে সুষমামন্ডিত। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য। সেজন্যে তিনি মেয়েদেরকে স-ম্বাধন ক-র-ছন ''মানুষ' গড়ার কারিগর' রূ-প। -লখিকার উ-ল্লখিত শব্দটি অবশ্যই -দ্যাতনা বহনকারী ও সুদূরপ্রসারী। প্রকৃতি - সভ্যতা ও নারী এই তিনই ছিল এই প্রব-ন্ধ -লখিকার অভীষ্ট লক্ষ্য। নারীর এক কল্যাণময়ী রূ-পর প্রত্যাশায় -লখিকার -চতনা সমৃদ্ধ -' নারী -য পরি-ব-শই গি-য় পড়ুক, নিজ ভূমিকা -যন বিস্মৃত না হয়। মানুষের লোভ আর ঔদাসিন্যে যেখানে যত জঞ্জাল উঠেছে জমে, তাকে দূরীভূত করে যেন সেখানে মঙ্গল দ্বীপটি জ্বালাতে পারবে।' এই কল্যাণময়ী নারীর রূপেই তিনি সীমাবদ্ধ নন। সেই সঙ্গে তিনি নারীর তেজস্বিনী মূর্তিকেও প্রত্যাশা করেছেন। যুগের প্রয়োজনে মা দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করে ধরিত্রীর শান্তি ফিরিয়েছেন ঠিক -তমনি নারীরাও প্র-য়াজন সা-প-ক্ষ অন্যা-য়র বিরু-দ্ধ রু-খ দাঁড়াক এটাই -লখিকার ছিল কাম্যবস্তু। সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গন্ডীকে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে কল্যাণময়ী, তেজস্বিনী রূপের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের মেলবন্ধনে নারী গড়ে তুলুক তার সত্তা, দায়িত্ব নিক ঈশ্বরকে ফিরিয়ে আনবার-

'নারীরাই -ন-ব নির্বাসিত ঈশ্বর-ক ফিরি-য় আনবার ভার, আর পৃথিবী-ক সুন্দরতর ক-র -তালবার দায়িত্ব। নারীর ম-ধ্যই চিরকালীন -সৌন্দর্য-বাধ।' (পৃষ্ঠা- ৮০১, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন শিশুর পরিচয়-ক খুঁ-জ পাই তার পিতার বংশধারার পরিচ-য়। তাই-তা পিতৃপরিচ-য় পরিচিত এই শিশু -ব-ড় উ-ঠ পিতৃত-ন্ত্রর ধ্বজা বহন ক-র। -সখা-ন নারীর স্থান -গৌণ। পুরুষশিশুই হোক কিংবা নারী শিশু যে লিঙ্গ পরিচয়েই পরিচয় হোক না কেন তাকে পুরুষতান্ত্রিক পতাকার নিচেই বাস করতে

হয়। নারীর নিজস্ব -কান পরিচয় ব-ল কিছু থা-ক না। বস্তুত প-ক্ষ কুমারী জীবন অবধি -স পিতার পরিচ-য় পরিচিত হয়। আবার বি-য় হ-য় -গ-লই তার অভিভাবক-ত্বর রদবদল হ-য় থা-ক। -সখা-ন স্বামীর অনুশাস-নই তাকে চিরজীবন চলতে হয়। যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে নারীর নিজস্ব পরিচয়ের দাবীতে যখন উত্তাল বিশ্ব। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দাবীতে যখন নারীকণ্ঠ সোচ্চার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার অভীষ্ট ল-ক্ষ্য নারীবাদী আ-ন্দালন যখন প্রবল -ব-গ সভ্যতার প-থ প্রবহমান ঠিক তখনই নারীরা দাবী করল তা-দর 'বিবাহবিচ্ছেদের' অধিকার। বিবাহ বিচ্ছেদে শুধুমাত্র পুরুষের নিজের একান্ত ইচ্ছাতেই হয় না সেখানে প্রয়োজন হয় নারীর স্বাধীন মতাম-তর। বিবাহ বি-চ্ছ-দ -য পরিমাণ অধিকার পুরু-ষরা -ভাগ ক-র থা-ক ঠিক 'সমপরিমাণ' অধিকার একজন নারীর থাকা বাঞ্ছনীয়। এই 'বিবাবিচ্ছেদের' বিষয়কে কেন্দ্র করেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'শুধু আইন প্রণয়-নই সমস্যার সমাধান হয় না' প্রবন্ধটি রচনা ক-র-ছন। বর্তমা-ন আইনি সহায়তায় -ম-য়-দর 'বিবাহবি-চ্ছদ'- এর অধিকার র-য়-ছ। কিন্তু অধিকার থাক-লও তাঁ-দর সামাজিক আশ্রয়-ক -কন্দ্র ক-র -লখিকা নি-জই ছি-লন সন্দিহান। ডি-ভার্সী মহিলারা ডি-ভা-র্সর পর -কাথায় যা-বন? এর প-রও র-য়-ছ মহিলা-দর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি। এই প্রশ্নই লেখিকা তুলে ধরেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে-

> ''পুরু-ষর জীব-ন 'বিবাহবন্ধন' জীব-নর একটা আংশিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে সেটাই তার 'জীবন'। -ম-য়-দর জীব-ন 'বংশধারার' -গৌররই কি আ-ছ? -স কি বড়মুখ ক-র বল-ত পা-র 'এ আমার সাতপুরু-ষর ভি-ট'? অথবা 'আমা-দর বং-শর এই ধারা'? -ম-য়রা -তা 'না ঘাট্কা না ঘরকা'।'' (পৃষ্ঠা-৭৯৪, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

আশাপূর্ণা দেবী যেমন তাঁর 'বকুলকথা' উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র পারুলের দৃষ্টিতে সমাজকে বীক্ষন কর-ত গি-য় -দ-খ-ছন আধুনিক যু-গর ডি-ভা-র্সর সমস্যা-ক। -য সমস্যার করালগ্রাস -থ-ক কিছু-তই -রহাই পা-চ্ছ না পৃথিবীর প্র-ত্যকটি আধুনিক সমাজ। এক গভীর অন্ধকার ও শূন্যতার দি-ক ধাবিত হ-চ্ছ সমা-জর প্র-ত্যকটি মানুষ। মানবিক সুকুমার সম্পর্কগুলি বিষিয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। সভ্যতার মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে চলছে। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি সভ্যতার এই বিমূর্ত চিত্রকে যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে। আধুনিক জীব-নর অন্যতম দাবী ও অধিকার ডি-ভার্স নি-য় -লখিকা চিন্তিত ও উদ্‌বিগ্ন। বিশ্বায়-নর যু-গ তিনি -সই সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন যে সমাজ বয়ে বেড়াচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে এক গভীর শূন্যতার। এক আত্মধ্বংসকারী হীনমন্যতার-

> ''তারা যখন থম-ক দাঁড়ি-য় ভাব-ত -চষ্টা কর-ব ভারতবর্ষ নামক ভূখন্ডটির ম-ধ্য আসল ঐশ্বর্য -কাথায়, তারা তখন তা-দর সভ্যতার অভিশাপ জর্জরিত ভাঙ্গাচোরা সমাজ- সংসা-রর হতাশা -থ-ক স-র এ-স ভার-তর ধ্যান ধারণা মূল্য-বা-ধ তার আত্মত্য-গর আদ-র্শর কা-ছ হাত পাত-ত চাই-ব। ভারত হয়-তা ততদি-ন নি-জর ঐশ্বর্য-ক ধু-লায় ছুঁ-ড় -ফ-ল দি-য় ও-দর -ফ-ল -দওয়া জীবন-ক কুড়ি-য় নি-য় গা-য় জড়াবে। দেশ বেড়ে উঠবে 'ক্রেশ', 'বোর্ডিং', 'হ-স্টল' এবং 'ওল্ড-হাম'।'' (পৃষ্ঠা-৮০৬)

-স কার-ণই -লখিকা এই প্রব-ন্ধ উ-ল্লখ ক-র-ছন -য, আইন সৃষ্টি কর-লই সমস্যার সমাধান হয় না, ভবিষৎ পরিণাম সম্প-র্কও ভাবনা চিন্তা করার প্র-য়াজন র-য়-ছ।

তাঁর 'এ যুগের উদ্বেগ' প্রবন্ধে লেখিকা আমাদের সমাজের প্রতি কতগুলি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন। যে সারল্য, বিশ্বাস-বাধ উন্নতকামী সমা-জর পরাকাষ্ঠা -সই বিশ্বাস-বাধই লুপ্ত হ-ত চ-ল-ছ সমা-জর বুক -থ-ক। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানু-ষর ক্লীবত্ব প্রাপ্তি, অন্যা-য়র বিরু-দ্ধ রু-খ দাঁড়া-ত মানু-ষর সাহ-সর অভাব -লখিকা-ক ব্যথিত ক-র তু-লছিল-

> 'আজ-কর স্বাধীন -দ-শর মানু-ষরা কী অদ্ভুত এক ভ-য়র শিকার হ-য় আ-ছ। অন্যা-য়র বিরু-দ্ধ রু-খ দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে আজ দেশবাসী যেন জড়পদার্থে পরিণত। স্বাধীনতা কি তাদের এই মহার্ঘ বস্তুটি

উপহার দিল ? -ক-ড় নিল তা-দর বি-বক - বিশ্বা-সর স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়-অন্যায় -বা-ধর পরিমা-পর স্বাধীনতা?''(পৃষ্ঠা- ৮০৯)

শুধু বিশ্বাস- অবিশ্বাসেই এই প্রবন্ধের সমাপ্তি চাননি লেখিকা। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যুগের অগ্রগতিতে নারী আ-ন্দাল-ন নারী সমা-জর লক্ষ্য। -য সমাজ-ক এককা-ল পুরুষতান্ত্রিক সমা-জর ধার-করা শৃঙ্খলা পরি-য় রাখত আজ তারা অ-নকটাই অগ্রগতির পথে।কিন্তু তাদের ভবিষৎ লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নই লেখিকার বক্তব্য -

'আর এক ভাবনা আজ-কর নারীসমাজ-ক নি-য় হ্যাঁ, -সও এক পরম সমস্যা। কারণ দীর্ঘদি-নর অন্ধকারের অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে আজ নারী সমাজ বাইরের জগতে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই তার বন্ধনদশাগ্রস্ত অবস্থা ঘু-চ-ছ। আপাত দৃষ্টি-ত -স যে মুক্ত জীবনের স্বাদই বহন করছে বলে মনে হয়। তবু -সই নারীসমাজ - মুক্তি আন্দোলনে সোচ্চার নারী সমাজও যেন আজ পথভ্রান্ত দিশেহারা।' (পৃষ্ঠা-৮১০)

আজকের এই নারীবাদী আন্দোলনের জোড়ালো ধাক্কায় পৃথিবী 'আমরা মেয়ে' 'ওরা ছেলে'- তে দ্বিধাভক্ত। একদল চাই-ছ নারী শাসিত সমাজ আর অন্যদ-লর প্রণান্তকর প্র-চষ্টা পুরুষশাসিত সমা-জর ব-নদীয়ানা আবস্থা-ক বহাল রাখার। নারী সমা-জর অগ্রগতি -লখিকার অভীষ্ট ও অন্বিষ্ট হ-লও তিনি কখ-নাই চাননি নারী পুরু-ষর সম্পর্ক যেন শুধুমাত্র শোষক - -শাষিত, প্রভু - দা-সর সম্প-র্ক সীমাবদ্ধ না হয়। তাই নারী আ-ন্দাল-নর প্রতি -লখিকার প্রবল আস্থা থাক-লও তিনি রাডিক্যাল -ফ-মনিস্ট-দর মত পুরুষ শাসিত সমাজ-ক ভূলণ্ঠিত ক-র নারীবাদী সমা-জর ইমারত গ-ড় তুল-ত চাননি। তাঁর রচিত উপন্যা-স বাংলা সাহি-ত্যর দিক্পাল গ-বষকরা নারীবাদী তত্ত্বের সন্ধান খুঁজে পান একথা সর্বাংশে সত্য। যার ফলস্বরুপ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসে সেকথাই বার বার ধ্বনিত হয়েছে। একথা তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করে গেছেন তাঁর 'দিক্ভ্রষ্ট' প্রবন্ধে-

''আমি একসময় অধিকারমাত্রহীন, অবরোধের অন্ধকারে বন্দি 'আগেকার মেয়েদের'যন্ত্রণা বেদনা আর নিরুপায় অসহায়তার কথা নি-য় -লখা-লখি ক-রছি। আর -সই -লখা-লখির সময় স্বপ্ন -দ-খছি -ম-য়-দর -সই বন্দীত্ব -মাচ-নর।''(পৃষ্ঠা- ৮১২, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

কিন্তু লেখিকা পুরুষশাসিত সমাজকে ক্রুশবিদ্ধ করে সভ্যতার অগ্রগতি চাননি। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরু-ষর ভূমিকা কি? এবিষয়ে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন-

'' নারী - পুরু-ষর সম্পর্কটি কি শুধুই শাসক আর শাসি-তর?
সম্পর্ক -নই ভা-লাবাসার? মমতার? -স্ন-হর? সম্মা-নর? পুরুষজাতটা কি শুধুই নারীজাতটা-ক শাসন করে? নিরাপত্তা দেয় না? নিশ্চিন্ততার আশ্রয় দেয় না? বহির্জগতের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার -চষ্টা ক-র না।'' (পৃষ্ঠা- ৮১৪,আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

তাঁর 'দিকভ্রষ্ট' প্রব-ন্ধ তিনি প্রশ্ন তু-ল-ছন নারী শাসিত সমাজ নারী আ-ন্দালনকারীরা গ-ড় তুল-ত পার-ছন না -কন? এই প্রশ্নের উত্তরেই লেখিকা বলেছেন নারীর সমবেত প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত শক্তির একান্ত অভাবই এর মূল কারণ। সমা-জর অতলান্ত গভী-র -য সকল নারীরা বসবাস ক-র আস-ছ তা-দর কা-ছ নারী আ-ন্দাল-নর আ-লা গি-য় পড়-ছ না। সমা-জর একদি-কর নারী-দর কা-ছ -যমন নারী আ-ন্দাল-নর আ-লা পড়-ছ না ঠিক -তমনি অন্যদিকে নারী আন্দোলনের প্রচেষ্টায় আধুনিক যুগের উজ্জ্বল আলোর রোশনাইয়ে কিছু নারী বিক্ষিপ্ত হতে চলেছে সমাজ জীবন থেকে, নিজের পরিবার থেকে। পাশ্চাত্ত্য জীবন দর্শনের ভুল ভ্রান্তিকেই তাদের জীব-নর অন্যতম লক্ষ্য রূ-প স্থির ক-র 'বিবাহ' নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান-ক অস্বীকার কর-ত চাই-ছ। তা-দর এই অস্বীকার হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল থেকে মুক্তির বাসনাসঞ্জাত। কিন্তু নারীদের এই বাসনা যে কত ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মক ও বিরক্তিকর জীবনের পরিপন্থী সে বিষয়েও লেখিকার ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

পাশ্চাত্ত্য জীবন দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জীবন দর্শন ও সভ্যতার বিস্তর ব্যবধান। ভারতীয় সমাজকে পাশ্চাত্ত্য সমা-জর বিচা-র ও চিন্তা ভাবনায় বি-শ্লষণ কর-ল তা কখ-নাই নারী-দর প-ক্ষ অনুকূল হ-য় উঠ-ব না। কারণ সমাজ সভ্যতার দ্বান্দ্বিক পটভূমি-

> 'যে দেশের উদ্‌ভ্রান্ত সমাজের ছাঁচকে গ্রহণ করার বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে তথাকথিত সংস্কারমুক্ত অতি আধুনিক -ম-য়রা, তারা -ভ-ব -দখ-ছ না আমা-দর এ-দ-শর রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা আর আর্থিক অবস্থা - তা-দর -স বাসনায় অনুকূল কিনা। এক -দ-শর গাছ অপর -দ-শ -রাপণ কর-ত চাই-ল আ-গ তার মাটি-ক -তা '-চারস' কর-ত হয়।''(পৃষ্ঠা-৮১৫, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

মানুষ মাত্রেই কম বেশি অধিকার সচেতন। তা সে নারী হোক কিংবা পুরুষ। উচ্চশিক্ষিত, বিদূষী -ম-য়রা আরও অনেক বেশি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু আজকের নারীদের অতিরিক্ত অধিকার সচেতনতা তা-দর সাংসারিক ও বৈবাহিক জীব-ন ব-য় আন-ছ অস্থিরতা। স্বামীর উপর প্রভুত্ব ফলা-ত গি-য়ই সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি করছে। বিয়ের সম্পর্ক বাধনের সূত্র যাচ্ছে ছিঁড়ে। নারীজীব-নর এই সমাজভাবনায় -লখিকার ছিল স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি। নারী হৃদয়ের লোভ, কার্পণ্যতা, ক্রুরতাই জন্ম দেয় একজন নারীর প্রতি আর একজন নারীর অত্যচার ও -শায-ণর। সংঘটিত হয় বধূহত্যা, পণপ্রথা, ও নারী নির্যাতন। পুরু-ষর পাশাপাশি নারীর প্রতি এই সকল অত্যচারে নারীরাও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ ক-র। বিনা-শর কারণ হ-য় দাঁড়ায় অসংখ্য তরতাজা প্রা-ণর। সমা-জর এই পণপ্রথা সম্প-র্কই ছিল -লখিকার প্রবল অস-ন্তাষ-

> 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। সমস্ত মেয়েদের মধ্যে যদি একবার শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলেই এই কলঙ্কিত প্রথাটি হয়তো ক্রমশ বিদায় -ন-ব। এই প্রথার জ-ন্য সমাজ-সংসা-র কি নিলর্জ্জতা, নিষ্ঠুরতা, পীড়ন, উৎপীড়ন, বধূহত্যা, আত্মহত্যা।' (পৃষ্ঠা- ৮১৭, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র-৪)

এর জন্য তিনি চেয়েছেন নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে তাদের বাসনামুক্তির প্রয়োজনকে। সেজন্য অবশ্যই প্রয়োজন হয় আত্মসমীক্ষার। পাশ্চাত্ত্য অন্ধ অনুকরণে যে বাসনার জন্ম তা ভারতীয় সমা-জর পক্ষে অমঙ্গলজনক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবন দর্শনের সুপ্রভাব ও তার ভালো দিকগুলিকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে সমাজকে। তবে কখনোই নিজস্ব স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যতাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। লেখিকার শেষ বক্ত-ব্য ধরা প-ড় এই প্রব-ন্ধর মূল সুর-

> 'আমি শুধু আজকের মেয়েদের, অর্থাৎ যে মেয়েরা বহিরঙ্গে -ষা-লা আনা স্বাধীনতা -প-য়ও অন্ত-র সম্যক্ স্বাধীনতার স্বাদটি পা-চ্ছ না, তা-দর কথাই বলছি। তা-দর কা-ছ আর্জি জানাই - আজ -তামা-দর একটু আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। বাসনা, আসক্তি, আর বস্তুর মোহ - এই তিনটি জিনিস -ম-য়-দর-ক পিছ-ন -ট-ন রাখতে চায়, যেটা মুক্তির পরিপন্থী।'(পৃষ্ঠা- ৮১৭, আশাপূর্ণা -দবী রচনা সমগ্র -৪)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. -দবী, আশাপূর্ণা.*আর এক আশাপূর্ণা.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স., কলকাতা:প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১.মুদ্রিত.

২. ব-ন্দাপাধ্যায়,শ্রীকুমার.*বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা.* কলকাতা: মর্ডাণ বুক এ-জন্সি., প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৫. মুদ্রিত.

৩. ভট্টাচার্য,সুতপা. *বাঙালী -ম-য়র ভাবনা মুলক গদ্য.* কলকাতা: সাহিত্য একা-ডমি.,প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯. মুদ্রিত.

৪. মু-খাপাধ্যায়,অসিত. *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত.* মর্ডাণ বুক এ-জন্সি., কলকাতা :১৯৯৮.মুদ্রিত.
৫.. .গুহ, সুশান্তকুমার.সম্পা. *আশাপূর্ণা -দবী রচনাবলী. খন্ড ৪.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স., প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪০৮.মুদ্রণ.
6. Mill, Jhon Stuart .*On liberty and subjection of women*. London: Penguin books., 2005.Print